৭।৩।২০০৩

প্রথম আলো

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

আরজি নওগাঁ উচ্চবিদ্যালয়

অনুপস্থিত থেকেও প্রধান শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন; অন্য শিক্ষক-কর্মচারীরা পাচ্ছেন না

নওগাঁ প্রতিনিধি

সদর উপজেলার আরজি নওগাঁ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘ ২৫ মাস ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে নিয়মিত সরকারি অংশের বেতন-ভাতা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে দাপ্তরিক জটিলতার অজুহাতে ওই বিদ্যালয়ের ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বিলে জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর না পাওয়ায় গত এপ্রিল মাস থেকে সংশ্লিষ্টরা তাদের বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক এ কে এম ফজলুল হকের অনুপস্থিতি এবং ওই বিদ্যালয়ে কোনো কমিটি না থাকায় বিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এর ফলে গত প্রায় দুই বছর ধরে স্থানীয় জেলা শিক্ষা অফিসারের একক স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষরের ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি ও বেসরকারি অংশের বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য সম্পাদক মনোনয়ন দিয়ে একটি এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়ায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আতিকা চৌধুরী গত এপ্রিল মাস থেকে ওই বিদ্যালয়ের কোনো বেতন বিলে স্বাক্ষর দিচ্ছেন না।

এদিকে অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষককে সদস্য সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাজেদুর রহমান ও আবু বকর সিদ্দিক। তাদের অভিযোগ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের নামে আনা কমিটি সংক্রান্ত কাগজপত্র ভুয়া ও জাল। কারণ হিসেবে তারা জানান, বোর্ড গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর ১/এস/৯/২২৮/২৪৪৯ নম্বর স্মারকে এই বিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনসহ তা অনুমোদনের আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি দেয়। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র শিক্ষক সাজেদুর রহমান গত এপ্রিল মাসে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও বাণিজ্যমন্ত্রী মোঃ আব্দুল জলিলের সুপারিশসহ একটি কমিটি গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে পাঠান। কিন্তু প্রেরিত এই কমিটি অনুমোদন লাভের আগেই অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষক এ কে এম ফজলুল হক মনোনীত নতন পরিচালনা কমিটি অনুমোদন লাভ করে।

রাজশাহী বোর্ডের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বাক্ষরিত ওই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সভাপতি (পদাধিকার বলে) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক, নওগাঁ) বিদ্যোৎসাহী সদস্য মোঃ শরিফুল ইসলাম, শিক্ষক প্রতিনিধি ও সদস্য মোঃ আবু বকর সিদ্দিক এবং অভিভাবক সদস্য মোঃ আতাউর রহমান মণ্ডল। উল্লিখিতদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিক জানান, তিনি কোনো এডহক কমিটির মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেননি। এমনকি উক্ত এডহক কমিটি গঠনের আগে তাকে কেউ এ সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতও করেননি। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক বরাবরে একটি লিখিত আপত্তিও দাখিল করেছেন বলে জানা যায়।